যুগান্তর

তারিখ ... 17 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৮ ...

শিক্ষকদের মর্যাদার জন্য থেকে

বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকদের পদমর্যাদা বৃদ্ধি, বেতন বৈষম্য দূরীকরন ও শতভাগ পদোন্নতির দা

মানববন্ধন ও প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ

তারিখ ঃ ৬ মার্চ, ২০১৪। স্থানঃ জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকা।

াদেশ প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারি শিক্ষক সমি

lladesh Primary School Assistant Teachers' soci

আশা সীমাহীন বারিধির মতো। আশার মাঝে মানুষ বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে। প্রাথমিক শিক্ষকদেরও প্রত্যাশিত কিছু স্বপ্ন রয়েছে। তাদের স্বপ্ন সুরম্য অট্টালিকা, বিলাসিতাপূর্ণ রাজকীয় জীবনযাপন নয়। তাদের চাওয়া মর্যাদা নিয়ে জীবন নির্বাহ করা। কিছু শিক্ষিত দাবিদার বিবেকবর্জিত ব্যক্তি এ ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষা জাতির অগ্রগতির মূল সোপান। শিক্ষিত জাতির প্রধান কারিগর শিক্ষক। কৃষক মাথার ঘাম মাটিতে ফেলে ফসল উৎপাদন করেন। সর্বস্তরের মানুষের খাদ্যের জোগান দেন কৃষক। উন্নত প্রযুক্তি আবিষ্কারের ফলে কৃষকদের শ্রম অনেকটা লাঘব হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষকদের কাজও কম কঠিন নয়। ছোট্ট শিশুদের অনেকটা অবুঝ প্রাণী বললে ভুল হবে না। সে শিশুকে মানবশিশুতে রূপান্তরিত করার কঠিন কাজটি করছেন প্রাথমিক শিক্ষকরা।

বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির প্রয়াত সভাপতি অধ্যাপক আজাদ তার বক্তব্যে প্রায়ই বলতেন,

মো. সিদ্দিকুর রহমান

প্রাথমিক শিক্ষকদের স্বপ্ন পূরণের সম্ভাবনা আপাতত শেষ!

যেসব শিক্ষিত দাবিদার ব্যক্তি প্রাথমিক শিক্ষকদের শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের কষ্ট উপলব্ধি করেন না, তাদের কিছু সময়ের জন্য হলেও শ্রেণীকক্ষে শিশুদের মাঝে অবস্থান করা প্রয়োজন। তারা কিছুক্ষণের মধ্যে অর্ধপাগল হয়ে শ্রেণীকক্ষ থেকে প্রস্থান করতে বাধ্য হবেন। প্রাথমিক শিক্ষকরা ধৈর্য ও প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে শিশুদের মা-বাবার আদরে আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গড়ে তুলতে সাহায্য করছেন। শিশুদের পাঠদানের পাশাপাশি সীমাহীন কাজের যন্ত্রণা শিক্ষকদের অতিষ্ঠ করে রেখেছে। এর চেয়েও বেশি পীড়াদায়ক মর্যাদা ও বৈষম্যের শিকার হওয়া। অথচ একই যোগ্যতা নিয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত হন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানবহির্ভূত কাজের ব্যাপকতা অসীম। প্রধান শিক্ষকদের পালন করতে হয় প্রশাসনিক অনেক কাজ। অথচ উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের পাঠদান ছাড়া কোনো কাজ নেই। সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সব শিক্ষক ফার্স্ট ক্লাস গেজেটেড অফিসার। অথচ আপাতত শব্দ যোগ করে প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষকদের সেকেন্ড ক্লাস থেকে নন গেজেটেড করা হয়েছে। এক কথায়, প্রাথমিকের সব শিক্ষক থার্ড ক্লাস।

অপরদিকে প্রধান/সহকারীর বেতনবৈষম্য করে শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় মর্যাদা কেড়ে নেয়া ছাড়া দীর্ঘ দুই বছরেও কার্যকর করতে পারেনি প্রধান শিক্ষকদের থার্ড ক্লাস বেতন স্কেল, শিক্ষকদের মাঝে হতাশা, দুঃখ, বেদনা, ক্ষোভ তৈরি হয়েছে সংশ্লিষ্টদের ব্যর্থতায়। শিক্ষকরা ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচির পরিবর্তে নিজেদের নেতৃত্ব জাহির করার জন্য আন্দোলনের নামে তামাশা শুরু করে। জিলহজ মাসে শিক্ষকদের জন্য নেতারা কোরবানি বা ত্যাগ স্বীকার না করে জবাই করে দেয় নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকদেরও। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নিজেদের ব্যর্থতাকে আড়াল করার জন্য হুমকির আশ্রয় নিয়েছে। যার ফলে সমন্বয়হীনতা ও সাহসিকতার অভাবে ১১টি সংগঠনের নেতাদের গর্জনমুখী আন্দোলন সাগরের তলদেশে মিলিয়ে গেল। সরকারের উচ্চমহলের আদেশের মতো আন্দোলন আপাতত স্থগিত।

'সংগঠন যার যার, অধিকার সবার' লক্ষ্যকে ভিত্তি করে এগিয়ে যাচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষক অধিকার সুরক্ষা ফোরাম। শিক্ষকদের নন-ভোকেশনাল সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে মহামান্য সুপ্রিমকোর্টে রিট করা হয়েছে। শিক্ষকদের মর্যাদা কেড়ে নেয়ার লিগ্যাল নোটিশ দেয়া হয়েছে মুখ্য সচিব, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ সংশ্লিষ্টদের। শিক্ষকদের দাবি আদায়ে ঐক্যবদ্ধ সমন্বিত কর্মসূচি ও সাহসী নেতৃত্বের বিকল্প নেই। নেতারা নিজেদের জাহির করার জন্য যে শোডাউন করেন, আজকের দিনে সাধারণ শিক্ষকদের তা মোটেই কাম্য নয়। তাদের প্রত্যাশা, সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মতো তাদের একই মর্যাদা প্রদান করা হবে। বাংলাদেশ আজ বিশ্বের দরবারে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। অথচ প্রাথমিক শিক্ষকদের মর্যাদা থাকবে থার্ড ক্লাস ও সেকেন্ড ক্লাস। এ অসহনীয় যন্ত্রণা থেকে প্রাথমিক শিক্ষকদের বের হয়ে আসতে হবে। এ জন্য নেতৃত্বের ঐক্যের চেয়েও বড় প্রয়োজন কর্মসূচির ঐক্য। ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে আহ্বায় আনতে হবে, রিজিকের মালিক কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নয়। আজকের দিনে প্রত্যাশা, অর্থমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী প্রাথমিক শিক্ষকদের মর্যাদা ও বেতন নিয়ে সুবিবেচনার পরিচয় দেবেন। সৃষ্টিকর্তা তাদের প্রতি সদয় হবেন।

মো. সিদ্দিকুর রহমান : *আহ্বায়ক, প্রাথমিক শিক্ষক অধিকার সুরক্ষা ফোরাম*
siddiqsir54@gmail.com